بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৭ জুন ২০২১

‘নবীদের ভূমি’-র আহমদী মুসলমানদের সাথে ঐতিহাসিক সভা করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধান

“ইনশাআল্লাহ্ এক দিন আসবে, যখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পতাকাতলে মুসলিম উম্মাহ্ কাবা শরীফে প্রবেশ করবে।” – হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৫ জুন ২০২১ আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত কাবাবীর, হাইফা-র পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে পঁয়ষট্টি মিনিটের এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় সভাপতিত্ব করেন।

এটি ছিল প্রথম উপলক্ষ যেখানে পবিত্র ভূমির মানুষ কাবাবীর থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত সেবক মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিনিধির সাথে এক সভায় মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলেন। এভাবে ‘নবীগণের ভূমি’ আরো একবার এক নবীর খলীফা দ্বারা সম্মানিত হল।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর কাবাবীরের আহমদীগণ ১৯৩১ সালে নির্মিত ঐতিহাসিক মাহমুদ মসজিদ থেকে যোগদান করেন।

কিছু প্রাথমিক উপস্থাপনার পর কাবাবীরের আহমদীগণ হুযূর আকদাসকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

এক ব্যক্তি আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত কাবাবীর ২০২৮ সালে এর শতবার্ষিকী উদযাপন করবে একথা উল্লেখ করে, এ ঐতিহাসিক ক্রান্তিলগ্নকে স্মরণ ও উদ্‌যাপন করার জন্য সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে হুযূর আকদাসের দিকনির্দেশনা কামনা করেন।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কোনো একটি নির্দিষ্ট তারিখের আগমন বা কোনো একটি সময়কাল পূর্ণ হওয়া নিজে থেকে কোনো লক্ষ্য অর্জনের কারণ হয় না ... যখন কোনো একজন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কেয়ামত দিবস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তিনি উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'সেই দিনের জন্য তুমি কী প্রস্তুতি নিয়েছো?' সুতরাং কোনো কিছুর গুরুত্ব, তার জন্য কারো প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে। ..."

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আপনাদের শতবার্ষিকী যত এগিয়ে আসে, সর্বপ্রথম এবং সর্বাগ্রে আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আপনারা সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)-কে মেনেছেন, যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগে আগমন করেছেন — আল্লাহ্ তা'লার সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, যা পবিত্র কুরআনেও সংরক্ষিত রয়েছে। আপনারা এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং অনুধাবন করেছেন যে, এই মসীহ্ এবং মাহ্দী (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত সেবক হিসেবে প্রেরণ করেছেন, এবং আপনারা তাঁকে গ্রহণ করেছেন, আর এখন তাঁর মিশনকে আপনাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর জন্য মূল করণীয় হল নিজেদের মাঝে নেক ও পবিত্র পরিবর্তনসমূহ আনয়ন করা।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আপনারা যতই শতবার্ষিকীর নিকট উপনীত হন, আপনাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, আপনাদের মধ্যে কতজন এমন যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে (নিজের জীবনে) অবলম্বন করেছেন? আপনাদের মাঝে কতজন রহমান খোদার প্রকৃত বান্দায় পরিণত হয়েছেন? আপনাদের মাঝে কতজন খোদা তা'লার ইবাদতের সর্বোচ্চ মানে উপনীত হয়ে ফরয নামাযের পাশাপাশি নফলসমূহ আদায়কারীতে পরিণত হয়েছেন? আপনাদের মাঝে কতজন এমন আছেন যারা নিজেদের পরিবারের মাঝে, নিজেদের স্বজনদের মাঝে এবং নিজেদের জাতির মাঝে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার কেবল আকাঙ্ক্ষাই রাখেন না, বরং, এর জন্য প্রকৃতপক্ষে চেষ্টা-সংগ্রাম করে থাকেন? আপনাদের মধ্যে কতজন নৈতিকতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখেন? আপনার মাঝে কতজন নিজেদের পরিবারের মধ্যে শান্তি, ভালোবাসা, সৌহার্দ্য এবং প্রশান্তচিত্ততার পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন? আপনাদের মাঝে কতজন এমন যে, তারা নিজেদের সন্তানদেরকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় আলোকিত করেছেন?"

আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সুতরাং, এই হল আপনাদের শতবার্ষিকীকে প্রকৃত অর্থে উদ্‌যাপন এবং স্মরণীয় করে রাখার কয়েকটি উপায়। আর কেবল যদি আপনারা এগুলোকে পূর্ণ করেন অথবা এগুলো পূর্ণ করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টারত থাকেন, তাহলে এটি বলা যাবে যে, আপনারা শতবার্ষিকী সর্বোত্তম উপায় উদযাপনের চেষ্টা করছেন। আর যদি এটি না হয়ে থাকে, তবে আপনাদের আগামী সাত বছরে অবশ্যই আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে, এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, আপনারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অবলম্বন ও অনুশীলন করছেন। উপরন্তু, সততার সাথে মূল্যায়ন করুন আপনাদের মাঝে কতজন এমন আছেন যাদের খিলাফতের সাথে এক প্রকৃত সম্পর্ক ও বন্ধন রয়েছে এবং যারা আপনাদের ধর্মীয় অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করছেন।"

হাইফাতে বসবাসকারী একজন ফিলিস্তিনি আরেকটি প্রশ্ন করেন যে, একজন ফিলিস্তিনি হিসেবে হাইফাতে বসবাস করেও ফিলিস্তিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি তিনি কীভাবে বিশ্বস্ত থাকতে পারেন।

উত্তরে হুযূর আকদাস বলেন যে, যেখানেই কোন আহমদী নিষ্ঠুরতা বা অন্যায় প্রত্যক্ষ করেন, সেখানেই এটি তার দায়িত্ব এর নিন্দা জানানো এবং যারা অত্যাচারিত ও শঙ্কিত তাদের পক্ষে কাজ করা। তবে, ইসলাম কোন ব্যক্তিকে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার অথবা সহিংসতা বা গণ-অসন্তোষে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয় না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি ইসলামের একটি আদেশ যে, কোন মুসলমান তিনি যে দেশে বসবাস করেন, তিনি যেন সেই দেশের আইন অনুসরণ করে চলেন। যদি সরকার অন্যায় করে, তবে একটি উপায় হল সেই দেশত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যাওয়া। ... বিকল্প হিসেবে, যদি আপনার কর্তৃপক্ষ বা সরকারের প্রতিনিধির কাছে পৌঁছার সুযোগ থাকে তবে আপনার সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং সংঘটিত অন্যায় বা নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কথা বলা উচিত এবং এর নিন্দা জানানো উচিত — এমন করাটা আপনার দায়িত্ব। প্রত্যেক সরকারের কাছে, এমন প্রত্যেকের কাছে যারা অন্যায়কারী, আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত, যেন তারা অনুধাবন করতে পারে যে, অবিচার কখনো সফল হতে পারে না। নিশ্চিতভাবে, আমরা সেই ব্যক্তি, যারা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ উচ্চকিত করি এবং এর জন্য কখনো কখনো আমাদেরকে কাঠিন্যের মুখোমুখিও হতে হয়।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রথম বিষয় এই যে, যদি কোন স্থানের পরিস্থিতি খুব বেশি কঠিন হয় তবে কোন ব্যক্তির পক্ষে যদি সম্ভব হয় হিজরত (দেশত্যাগ) করা উচিত; সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে, কোন ব্যক্তির উচিত অন্যায়কারী সরকারের দেশ ত্যাগ করা। এটি সেই দৃষ্টান্ত যা আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের মধ্যে পাই। অপরপক্ষে, যদি আপনি থেকে যান, তবে অন্যায়সমূহের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার মাধ্যমে সংঘটিত নিষ্ঠুরতার বিষয়ে আপনার বিরোধী অবস্থান প্রকাশ করা উচিত।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"কোন আহমদীর জন্য সাজে না যে, সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বা সম্পদের ক্ষতি করে, বা এমন কথা বলে যা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। এমন আচরণের কোন প্রভাব অন্যায়কারীদের ওপর পড়ে না, বরং এতে সাধারণ জনগণই দুর্দশাগ্রস্ত হয়।"

হুযূর আকদাস প্রয়াত স্যার চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান-এর কথা উল্লেখ করেন, যিনি একজন আহমদী মুসলমান ছিলেন, এবং ১৯৪০-এর দশকের শেষাংশে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে, জাতিসংঘে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলেন যে, উভয়পক্ষের অধিকার সংরক্ষিত এবং নিশ্চিত করা না হলে পবিত্র ভূমিতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।

উত্তরের শেষাংশে, হুযূর আকদাস আহমদীদের স্মরণ করান যে, খোদা তা'লার সাথে এক অর্থবহ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতিতে প্রকৃত পরিবর্তন সাধিত হবে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি ফিলিস্তিনিরা প্রকৃত অর্থেই একতাবদ্ধ হয়, দোয়া করে এবং ঈমান, নৈতিকতা ও খোদাভীরুতার সর্বোচ্চ মানে উপনীত হয়, এমন অবস্থায় যে তাদের দোয়াসমূহ আল্লাহ্ তা'লার দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছে, তখন তিনি তাদের সাহায্যকারী হবেন এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। এছাড়া — যেমনটি আমি ইতিমধ্যেই বলেছি স্যার জাফরুল্লাহ খানের প্রসঙ্গে যে — যতদিন উভয় সরকার এবং জনগণ সমান অধিকার লাভ না করবে, শত্রুতার এ পরিবেশ বজায়

থাকবে। আর বৈরিতার অবসান ঘটাতে হলে প্রজ্ঞা এবং দোয়ার মাধ্যমে যা করা সম্ভব, তা আমাদের করে যেতে হবে।"

আরেকজন হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান কখন খলীফাতুল মসীহ্'র পক্ষে ইসলামের কেন্দ্র পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করা সম্ভব হবে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, 'যে কাজগুলো আল্লাহ্ তা'লা আমার উপর ন্যস্ত করেছেন, এবং আমার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ, আর সেই সব বিষয় যা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাঁর ইলহামে অবহিত করেছেন — যা সম্পর্কে আমি জামা'তকে অবহিত করেছি — সেগুলো ইনশাআল্লাহ্ সুনিশ্চিতভাবে পরিপূর্ণ হবে।' কখন সেগুলো পূর্ণ হবে, কেবল আল্লাহ্ই ভালো জানেন। ... তবে এটা নিশ্চিত যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পূর্ণ হবে, কেননা এগুলো আল্লাহ্ তা'লার বাক্য, আর আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অগণিত ভবিষ্যদ্বাণী ও ইলহামকে পূর্ণ হতে দেখেছি। আর ইনশাআল্লাহ্ একদিন আসবে যখন মুসলিম উম্মাহ মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পতাকাতলে সমবেত হয়ে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করবে।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান আগামী দশকে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অগ্রগতিকে কীভাবে দেখেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সর্বদা অগ্রগতির পথে ধাবমান। অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লার নিকট। ... তবে যে অগ্রগতি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সাধন করছে — আল্লাহ্র ফযলে — আর যেভাবে এটি প্রত্যেক দেশে এবং তাদের শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে আর মানুষ আমাদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বের কয়েকটি বড় বড় পার্লামেন্টে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেছে। সুতরাং আমাদের এই প্রত্যাশা রয়েছে যে, আগামী দশ বছর, অথবা আগামী বিশ বা পঁচিশ বছর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অগ্রগতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ইনশাআল্লাহ্, আমরা দেখবো যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করবে, অথবা অন্তত অত্যন্ত বড় সংখ্যায়, আর এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও, মানুষ এ বাস্তবতা গ্রহণ করবে যে, আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম।"

আরেক ব্যক্তি উল্লেখ করেন যে, কোন কোন মানুষের সৎকর্ম করার সংকল্প থাকে, কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাবে তারা একে বাস্তবে পরিণত করতে পারে না। এমন ব্যক্তিদের জন্য হুযূর আকদাসের পরামর্শের জন্য তিনি আবেদন করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কেবল একথা বলা যে, কারো 'সংকল্প' রয়েছে, যথেষ্ট নয়। একে কেবল তখনই সংকল্প বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, যখন কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই একে কার্যে পরিণত করার জন্য যা করণীয় তা করতে প্রস্তুত থাকে। কেবল সংকল্প করা আর নিজের মনেই সেই চিন্তাকে রেখে দেওয়া এমন এক বিষয় যা কেবল দৃঢ় সংকল্পহীন এবং হতভাগা লোকেরাই করে থাকে। যদি কোনো মানুষ কোন প্রকৃত সংকল্প করে থাকেন, তিনি তা বাস্তবে পরিণত করার জন্যও এক দৃঢ় প্রত্যয় ধারণ করেন। মহানবী (সা.) বলেছেন যে, 'উদ্দেশ্যের ওপরই কর্মফল নির্ভর করে', তবে এর অর্থ এই নয় যে, কেবল কোন বিষয়ের সংকল্প করলেই তার জন্য আপনি পুরস্কৃত হবেন। বরং, এটি দাবি করে যে, কেউ যেন কেবল সংকল্প না করেন, বরং তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যথাসাধ্য পরিপূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেন এবং তারপর বিষয়টি আল্লাহ্র তা'লার ওপর ছেড়ে দেন।"